জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ✓০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 8th Dec. 1954 | ২৮শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

— C. P. Service

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস ঃ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

নেতা ও অভিনেতা

—০)-(০—

দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে যাঁহারা মোড়লী করেন, তাঁহাদের বলে নেতা। যাঁহারা যাত্রা বা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে, তাঁহারা যাহা নন, তাহাই সাজিয়া বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া কিছুদিন রিহার্সাল দিয়া অভিনয় করেন, তাঁহাদের বলে অভিনেতা। অভিনেতাদের কথার সুর, বলিবার ভঙ্গী শিক্ষা দিবার মোশান-মাষ্টার থাকেন, তাঁহাদের নিকট অভিনয় শিক্ষা করিতে হয়। নেতাদের মধ্যে এমন নেতা আছেন, যাঁহারা স্বয়ং সিদ্ধ, কখনও কাহারও নিকট কিছু শিক্ষা করেন নাই বা শিক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা যাঁহারা লাভের মাত্রা কম দেখিয়া অন্য সম্প্রদায়ে যোগ দেন, তিনি যদি নামকরা অভিনেতা হন, তবে শেষোক্ত সম্প্রদায় তখন খবরের কাগজে, দেওয়ালে দেওয়ালে প্লাকার্ড মারিয়া লোককে জানান যে নট-শার্দ্দুল অমুক স্থায়ীভাবে আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছেন। "স্থায়ীভাবে" কথাটা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কিছুদিন যাইতে না যাইতে আবার পুরাতন সম্প্রদায়ই হউক বা আবার কোন নূতন দল ঢাক বাজাইতে সুরু করিল—এবার নট-শার্দ্দুল মহাশয় স্থায়ীভাবে আমাদের রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিলেন। দেশের লোক এই "স্থায়ীভাবে" কথাটার কোন কালে কোন গুরুত্ব দেয় না। বরং বলে এই সব নটনটীদের কাণ্ডই এমনি। এদের কথায় যেন কেহ বিশ্বাস না করে। দেশবরেণ্য নেতৃপদও তেমনি ক্রমশঃ মর্য্যাদা হারাইতে বসিয়াছে। আজ কংগ্রেস দলকে ছ্যা ছ্যা করিয়া হিন্দু মহাসভায় যিনি যোগ দিলেন আবার কিছুদিন যাইতে না যাইতেই শোনা গেল—তিনি কৃষক মজদুর দলে স্থায়ীভাবে যোগ দিয়া তাহার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইয়াছেন। অভিনেতাদের প্রলোভনে ভুলিয়া, যেমন কত লোক থিয়েটারের দল করিয়া পৈতৃক সঞ্চিত ধন সব নষ্ট করিয়া হাতে খোলা ও গাছের তলা সার করিয়া হা অন্ন, হা অন্ন করিতেছে, তেমনি রাজনৈতিক পাণ্ডার ধাপ্পা বুঝিতে না পারিয়া, নেতার পাশে সহকারী নেতা সাজিবার জন্য ব্যাঙ্কে মজুত লাখো লাখো টাকা "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" ব্যয় করিয়া নিজে এবং উত্তরাধিকারিগণকে চিরদরিদ্রতার কবলীকৃত করিয়া অযথা দুঃখী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। নেতা ও অভিনেতাদের ধাপ্পায় পড়িয়া জাহান্নমে গিয়াছেন এমন নিদর্শন বিরল নহে।

অভিনেতাদের অভিনয় কিয়ৎক্ষণের জন্য।

আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। থিয়েটারে অভিনেতাদের ব্যাপার সম্যক্ অবগত নহি। গ্রামে যাত্রার অভিনয় সময় যাহাকে দেখিয়াছি যক্ষরাজ কুবের সাজিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের ধনরত্নের কর্ত্তা সাজিয়া কত দেমাকপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সবকে চমৎকৃত করিলেন, দলের ম্যানেজারের নিকট কাতরকণ্ঠে পরদিন প্রাতঃকালেই বলিতে শুনিয়াছি—বাবু ৵০ এক আনার মুড়িতে কিছুই হয় না এই এক আনাকে ছয় পয়সা করুন দয়া করে, নইলে খিদেয় বড় কষ্ট হয়।

নেতা বাহাদুরদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে—গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যাঁহারা পৃথক পৃথক বিভাগের মন্ত্রী হইয়া লোকের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া নির্ব্বাচনে কাৎ হইয়া গদী হারাইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ মূলগায়েনের শ্রীপদধারণ করিয়া পদ লাভ করিয়াছেন, আর যাহারা ফ্যা ফ্যা করিয়া বেকারের দলে নাম লিখাইতে বাধ্য হইলেন, তাহাদের দশা যাত্রার দলের কুবেরের মতই।

দেশের শাসন ও শৃঙ্খলার জন্য নেতানামধারী যাঁহারা আইনসভার সদস্য হইয়াছেন, তাঁহারাও যেমন দায়িত্ব ও স্থায়িত্বহীন তেমনি তাঁহাদের তৈরী আইনও স্থায়িত্বহীন। মানুষের তৈরী আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রহসন দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা ও নিয়ন্তা ভগবানের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্থায়ী পদ্ধতি স্মরণ করিয়া কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন যে "চিরশৃঙ্খলা" গান লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠকগণকে শুনাইবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না।

চির-শৃঙ্খলা

(বাউলের সুর—আড়খেমটা)

চাঁদে চাঁদে ব'দ্‌লে যাবে, সে রাজার
এমন আইন নয়;
নাইক, তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি, ভাই রে,—
নাইক তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময়।
সেই, সুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্‌'ছে নদ নদী,
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল,
আর ঢেউ নিরবধি;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারি-ধারা, ভাই রে,—
তাইতে, ধরার বুকে শস্য হয়।
(সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে সূয্যি ঠাকুর, উদয় হন পুবে,
আবার সন্ধ্যেবেলা, রোজ যে'তে হয়,
পশ্চিমে ডু'বে;
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয়।
(সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরু-দণ্ডের উপর ঘু'রে,
ক'চ্ছে রাত্রি-দিন;
তাইতে, বার মাস, আর ছটা ঋতু, ভাই রে,—
দেখ, ঘু'রে ফি'রে আসে যায়।
(সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে দিগ্‌দিগন্ত জু'ড়ে,
আকাশ নীল!
ব'সে উত্তরে ঐ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল!
আবার, আকাশে ঢিল মা'ল্লে পরে ভাই রে,—
এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়।
(সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে আগুন গরম,
সাগর-জল লোণা,
আবার, রূপো সাদা, লোহা কালো,
হলুদ রং সোনা;
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,—
আর, কোকিল শুধু কুহু কয়।
(সেই সুরু থেকে)

যা' ছিল না, হয় না তা' আর,
যা' আছে তাই আছে ;
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্ছে,
মিশ্‌ছে গিয়ে পাঁচে ;
এ সব, ব্যাপার দে'খে দিন দুনিয়ার, ভাই রে,—
সেই, মালিক দেখতে ইচ্ছা হয়।

(সেই আইনকর্ত্তা)

দুর্গতকালে হস্তান্তরিত জমি

—•—

আইন অনুসারে ত্রাণের ব্যবস্থা

কোন ব্যক্তি ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী ও ১৯৫৩ সালের ৩০শে নভেম্বরের মধ্যবর্তী দুর্গতকালে নিজের ও পরিজনবর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত মূল্যবাবদ অনধিক ৫৫০ টাকায় (ইতিপূর্বে সংবাদপত্রাদিতে উল্লিখিত ২৫০ টাকায় নয়) কোন জমি হস্তান্তর করিয়া থাকিলে তাঁহাকে ত্রাণ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ জমি হস্তান্তর (সাময়িক ব্যবস্থা) আইন, ১৯৫৪, পাশ হইয়াছে। উক্ত আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ঐরূপ কোন ব্যক্তি ১৯৫৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে স্বীয় জমি ফেরত পাওয়ার জন্য সমাহর্ত্তার নিকট আবেদন করিলে সমাহর্ত্তা জমি হস্তান্তর গ্রহীতাকে এবং জমি অপর কাহারও দখলে থাকিলে সেই ব্যক্তিকে স্বীয় বক্তব্য জানাইবার সুযোগ দেওয়ার পর ঐরূপ জমি আবেদনকারীকে প্রত্যর্পণ করার জন্য লিখিতভাবে আদেশ দিবেন। জমির মূল্যবাবদ টাকা প্রাপ্তির তারিখ হইতে শতকরা ৩৲০ হারে সুদ এবং ঐরূপ জমির কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকিলে তজ্জন্য ধার্য্য ক্ষতিপূরণসহ উক্ত জমির মূল্য বাবদ টাকা ১০টি বাৎসরিক কিস্তিতে প্রদান করার জন্যও আবেদনকারীকে উক্ত আদেশে নির্দেশ দেওয়া হইবে। হস্তান্তরের ফলে জমি যাঁহার দখলে ছিল সেই ব্যক্তি ঐ জমি হইতে নীট যে আয় পাইয়াছেন বলিয়া ধার্য হইবে তাহা উল্লিখিত উৎকর্ষ বাবদ দেয় ক্ষতিপূরণের ধার্য পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া হইবে। আদেশ অনুসারে দেয় টাকা সরকারী প্রাপ্য হিসাবে আদায় করা যাইবে।

হস্তান্তরকারীকে জমি প্রত্যর্পণের জন্য সমাহর্ত্তা যে আদেশ দিবেন তাহা আদেশ প্রদানের পরবর্তী ১লা বৈশাখ হইতে কার্যকর হইবে। আদেশ যে তারিখ হইতে কার্যকর হইবে সেই তারিখ হইতে জমির উপর হস্তান্তরগ্রহীতা বা জমির দখলকারের স্বত্ব, স্বামিত্ব ও স্বার্থ, হস্তান্তর করার পর জমি কোনও প্রকারে দায়াবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহা হইতে মুক্ত অবস্থায়, হস্তান্তরকারীতে বর্ত্তিবে।

আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি ত্রাণ পাইতে চাহিলে তাঁহাকে ১৯৫৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্পে বার আনা প্রসেস-ফি সহ নিম্নলিখিত ফরমে সংশ্লিষ্ট সমাহর্ত্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে :—

(১) আবেদনকারী বা আবেদনকারিগণের নাম ও ঠিকানা ; (২) হস্তান্তরিত জমির বিবরণ—মৌজায় নাম, জে, এল, নং ও থানা ; (৩) যত টাকায় জমি বিক্রয় করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ; (৪) বিক্রয়ের তারিখ এবং আবেদনকারী বা আবেদনকারিগণ কর্তৃক জমির মূল্যবাবদ টাকা পাওয়ার তারিখ ; (৫) বিক্রয়ের কারণ এবং (৬) (ক) হস্তান্তরগ্রহীতার এবং/অথবা (খ) জমি অন্য কাহারও দখলে থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

(প্রেস-নোট)

স্কুল ফাইনালের সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা

অদ্য ৮ই ডিসেম্বর বুধবার হইতে স্কুল ফাইনালের সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এবার জঙ্গিপুর কেন্দ্রে ১৬০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতেছে।

শীতের প্রকোপ

দিন কয়েক হইতে এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে। হঠাৎ শীত পড়ায় দোকানদারগণের তুলা বিক্রী ও ধুনারীদের কাজ বাড়িয়াছে।

সাঁকো হইতে পড়িয়া গাড়োয়ান আহত

গত ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার রাজানগর কিরীটভূষণ সাঁকো হইতে পড়িয়া জেঠিয়া গ্রামের শ্রীরাখালচন্দ্র দাস নামক গোগাড়ীর গাড়োয়ান সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। সাঁকোর দুই পার্শ্বের রাস্তার মাটী বর্ষার জলে গলিয়া যাওয়ায় রাস্তা অপেক্ষা সাঁকোটী প্রায় ৬।৭ ইঞ্চি উঁচু হইয়াছে, সেজন্য গাড়ীর চাকা বাধিয়া গিয়া এই অনর্থ ঘটিয়াছে।

গত ২৯শে আষাঢ় তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" এই সাঁকো মেরামত অভাবে ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘ ৫ মাস কাল অতিবাহিত হওয়া স্বত্বেও এই সাঁকোর প্রতি বিভাগীয় কর্ত্তাদের নেক নজর পড়িল না। ইহা পথচারীদের ভাগ্য !

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE COLLECTOR OF MURSHIDABAD
Tanks Improvement Department.

NOTICE.

Sealed tenders are invited for re-excavation of 44 (forty-four) derelict tanks and will be received by the Tanks Improvement Officer, Murshidabad (Berhampore) upto 2-30 P.M. of 15.12.54, at any time during office hours.

2. Tenders should be submitted in Prescribed form obtainable free from the office of the Tanks Improvement Officer, Murshidabad (Berhampore) and must be accompanied with a treasury Chalan showing deposit of 5% of the estimated cost as earnest money and income-tax and sales tax clearance certificates also.

3. Plans and Estimates of works may be seen at any time during office hours.

4. Tenders will be opened by the Tanks Improvement Officer, Murshidabad, at 3 P.M. on 15.12.54 before such contractors or their representatives as may be present.

Berhampore, the 30th Nov., 1954. } Sd/- M. N. Mitra,
For Addl. Collector,
Murshidabad.

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট:—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত